ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা ও প্রাসংঙ্গিক

গতকালের বাংলাদেশের পত্রিকা দেখে চক্ষু চড়কগাছ! ডঃ হুমায়ূন আজাদের উপর হামলা হয়েছে। নির্মম ও আদিম হামলা। এ হামলার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অরাজকতার আর একটা সংযোজন এ হামলা।

আরো দশটা ভয়াবহ ঘটনার মতো এবারও সবাই সবার মতো করে ঘটনার বিশ্লেশন করবেন - ব্যাখ্যা দিচ্ছেন - বিবৃতি দিচ্ছেন। সমস্যা হচ্ছে সবাই কিছু দিন পর ভুলে যাবেন কারন এর চেয়ে ভয়াবহ আরো কিছু ঘটবে - যা নিয়ে মেতে যাবো সবাই। এদল ও দলের উপর দোষারোপ আর কাদাঁ ছোড়াছুড়ি করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে যাবেন সবাই। এ রকম উদাহরন আছে প্রচুর ।যেমন ৯০ এর গন-আন্দোলনের নির্মম শিকার ডঃ মিলনের হত্যার বিচার করা সম্ভব হয়নি - তেমনি যশোরের সাংবাদিক শামসুর রহমানের হত্যারও। তাতে উৎসাহিত হচ্ছে ঘাতক।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন তত্ত্ব এসেছে এ হামলা সম্পর্কে। এটা হচ্ছে প্রকুত হামলাকারীদের বাচাঁর একটা পথ। কারন আমরা বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে বিতর্কে মেতে উঠি। একে অপরের উপর দোষ দিয়ে দায়িত্ব পালন করি আর যাদের হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কথা সে পুলিশ আবার তাদের আদি ব্যবসায় (ঘুষ, দূর্ণীতি আর বিরোধীদল দলন আর সরকারীদলের পদসেবা) ফিরে যায়। আর তদন্ত কাজের নথি চলে যায় হিমাগারে। আসুন এবার একবারের মতো আমরা সবাই এক হই - সরকারের দায়িত্বপালনের সহায়তা করি - কোন বিতর্ক সৃষ্টি করে সুবিধাবাদী গোষ্ঠিকে সহায়তা না করি। সঠিক তদন্ত আর আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করি।

বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীর সব যায়গায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের জীবন হুমকীর মধ্যে থাকে - সেটা রাশিয়ার আন্দ্রে শাখারভ, কানাডার মেহার আরার - লন্ডনের সালমান রুশদী আর বাংলাদেশের হুমায়ূন আজাদের ক্ষেত্রে সমান ভাবে সত্য। সে ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তার পুরোপুরি দায়িত্ব সে দেশের সরকারের উপর বর্তায়। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সে দায়িত্বপলনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সরকারকে এ হামলার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। সরকারের কাজ সকল নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া। এ ক্ষেত্রে সরকার বলতে যদি খালেদা জিয়া আর বিএনপি নিয়ে বিতর্ক শুরু করি সেটা হবে ভুল। দেশের আইন শৃংখলা যাদের এখতিয়ারভুক্ত সে বিশাল পুলিশ বাহিনী আর তার হর্তাকর্তারা প্রাথমিক ভাবে দায়ী হবে এ জন্যে। কারন ডঃ আজাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত বইগুলো একদল মানুষকে উত্তেজিত করেছে এবং তিনি যে কোন সময় এ রকমের হামলার শিকার হতে পারেন সেটা যে কোন বাংলাদেশীর বোধগম্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার কর্মকর্তারা যদি এটা উপলব্ধি না করে থাকেন তবে সে পদের জন্যে সে অযোগ্য। তাদের স্ব-উদ্যেগে পদ থেকে চলে যাওয়া উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে সরকার সন্ত্রাসী কমিশনারদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ দিয়ে রেখেছে সেখানে বুদ্ধিজীবীরা এ রকমের নিরাপত্তা পাচ্ছে না কেন? অবশ্য সাম্প্রতিক কালে শফিক রেহমানসহ আরো কয়েক জনকে এ ধরনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে - সেক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদ কেন ব্যতিক্রম হলো?

এখন বাকী আছে প্রতিকার (কিউর) - কারন প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ (প্রিভেনশান) কাজ করেনি। সরকারের কাজ হবে দ্রুত হামলাকারী আর মদতদাতাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা যাতে ভবিষ্যতে কেহ এ ধরনের অপকর্মে সাহস না পায়। আর আমাদের কাজ হবে সরকারকে বাধ্য করা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করতে। না হলে এটাও আরো দশটা ঘটনার মতো কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
ফেবুয়ারী ২৮, ২০০৪